ভোরের কাগজ

তারিখ ... SEP 13 199? ...
পৃঃ ৪ ... কলাম ৪ ......

32

অভিমত

শিক্ষা-পরীক্ষা নকল

এস এ কে জি মোস্তফা

নকল বন্ধ করতে হলে কুয়ো থেকে মরা বিড়ালটা আগে তুলতে হবে। তাই প্রণীত আইন সুষ্ঠুভাবে পালিত হওয়ার নিশ্চয়তা দরকার। থানা পর্যায়ের বাইরে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে এইচএসসি পরীক্ষার পরবর্তী সব ধরনের পরীক্ষা কেন্দ্র জেলা সদরে আনতে হবে। প্রশ্ন তৈরিতে নতুনত্ব আনতে হবে।

এক কুয়োর পানিতে একটি মৃত বিড়াল। কুয়োর পানি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। মালিক গেলেন মাওলানা সাহেবের কাছে। ফতোয়া জানতে, কি করলে কুয়োর হারাম পানি হালাল হবে। মাওলানা সাহেব বলে দিলেন কুয়ো থেকে ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলে দিতে। মালিক ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলে দিলেন। কিন্তু ফলটা হলো উল্টো। ৪০ বার বালতির আঘাতে পচা বিড়ালের লোম, মাংস, হাড় ইত্যাদি কুয়োর পানির সঙ্গে মিশে গেলো। কুয়োর মালিক দৌড়ে আবার গেলেন মাওলানা সাহেবের কাছে। জানালেন, কুয়োর পানি বিড়ালের সুপ হওয়ার গল্প। মাওলানা সাহেব বললেন 'আরে আগেতো কুয়োর মরা বিড়াল সরাবে, তবে তো ফেলবে ৪০ বালতি পানি।' গল্পটা সবার জানা। তবু বলার উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার নকল বন্ধের জন্য যারা ২১ দফা পদক্ষেপ নিচ্ছেন তারা কি কুয়োর ঐ মরা বিড়ালটা সরিয়েছেন? নয়তো শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী আর শিক্ষাদাতা মিলেমিশে কুয়োর দুর্গন্ধ পানির মতোই হয়ে যাবে। অর্থাৎ নকল কেন হচ্ছে— তার কারণ নির্ধারণ করতে হবে আগে। আর এই কারণ যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় তবেই নকল বন্ধ করা সম্ভব।

১৯৮৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার নকল উৎসবের উদ্বোধন থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি তবে বলতে পারি ১. রাজনৈতিক অবস্থা ২. শিক্ষকদের অশিক্ষকমূলক আচরণ ৩. প্রশাসনিক দুর্বলতা ৪. প্রশ্নপত্রের পদ্ধতি ও নীতিনির্ধারক ৫. সেশনজট এগুলো উল্লেখ করার মতো। প্রথমেই বলতে হয় ছাত্র রাজনীতি নিয়ে।

নকল বন্ধ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না দুটো কারণে। প্রথমটি রাজনৈতিক দলের চাপ। দ্বিতীয় রাজনৈতিক নেতাদের ওয়াদা রক্ষার জন্য যত্রতত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন। স্থানীয় প্রভাবশালী-প্রতাপশালী ব্যক্তিরাও নকলের পক্ষে চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

অনেক শিক্ষকের অশিক্ষকসুলভ মনোভাবও এজন্য দায়ী। ক্লাসে পড়ানো অপেক্ষা প্রাইভেট পড়ানোতে তারা বেশি মনোযোগী। বর্তমানে কিছু কিছু স্কুল শিক্ষকের প্রাইভেট পড়ানো ব্যবসা জমজমাট। প্রাইভেট পড়লে পাসের গ্যারান্টি থাকে। এসব অশিক্ষকই পরীক্ষার হলে তার প্রাইভেট ছাত্রকে নকলে সহায়তা করেন। নকলে সহায়তা করেন অনেকেই 'কিছুর' বিনিময়ে।

প্রতিটি স্কুলের নির্ধারিত হারে ছাত্র পাস না করলে সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। এই আইনের আওতায় এ পর্যন্ত কোনো স্কুলের অনুদান বন্ধ হয়েছে বলে কারো জানা নেই। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসের হার প্রায় শূন্যের কাছে ছিল, সেসব প্রতিষ্ঠানও এই আইনটি জারির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেললো। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তাছাড়া পরীক্ষার প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরি হয় যা নকলের সহায়ক। গৎবাঁধা রচনামূলক সব প্রশ্ন। সুতরাং নকল খুঁজে হাতে নিতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। একবার হাতে নিতে পারলেই ২০ নম্বরের উত্তর। তাছাড়া গাইডগুলোতে যেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকে সেগুলোই প্রশ্নপত্রে হুবহু তুলে দেওয়া হয়। তাই মূল পাঠ্যবই অপেক্ষা বাজারে নোট, গাইড, সাজেশন বই বিক্রি হচ্ছে শতগুণ বেশি। পরীক্ষার্থীর নিজের মাথা খাটিয়ে উত্তর লিখতে হয় এমন প্রশ্ন না থাকলে নকল হবেই। তাছাড়া পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রশ্নপত্র মার্কেটে চলে যাওয়ার মতো ঘটনা তো আছেই। সেশনজট, রাজনৈতিক অস্থিরতাও ছাত্রদের ঠেলে দিচ্ছে নকলের মতো দুর্নীতির দিকে। এজন্য একা শিক্ষার্থীরা দায়ী নয়। নকল বন্ধ করতে হলে কুয়ো থেকে মরা বিড়ালটা আগে তুলতে হবে। তাই প্রণীত আইন সুষ্ঠুভাবে পালিত হওয়ার নিশ্চয়তা দরকার। থানা পর্যায়ের বাইরে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে এইচএসসি পরীক্ষার পরবর্তী সব ধরনের পরীক্ষা কেন্দ্র জেলা সদরে আনতে হবে। প্রশ্ন তৈরিতে নতুনত্ব আনতে হবে। রচনামূলক প্রশ্নের জন্য কিছু নম্বর (অনূর্ধ্ব ২০ নম্বর) রেখে বাকি নম্বরের জন্য প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে কোনো প্রশ্নই দুই থেকে তিন নম্বরের বেশি না হয়। প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আরো নিষ্ঠা ও কঠোর সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে।

এস এ কে জি মোস্তফা: গীতিকার।